পোশাকই মাপবে শিশুর জ্বর

সম্প্রতি শিশুদের জন্য রঙ বদল করতে সক্ষম এমন একটি পোশাক তৈরি হয়েছে। শিশুর জ্বর হলে এই পোশাকের রঙ বদল হবে। পাশাপাশি এই পোশাকই রিয়েল টাইমে জানিয়ে দেবে শিশুর হার্টের গতি, মানসিক অবস্থা ও শিশুটির আচরণ। খবর গিজম্যাগের।

সংবাদমাধ্যমটির বরাতে জানা গেছে, এক্সমোবেবি স্লিপ স্যুট বা এক্সমোবেবি পাজামা নামের এই পোশাক তৈরি করেছে এক্সমোভার হোল্ডিংস নামের বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি। জানা গেছে, তারবিহীন এই পোশাক শিশুকে মনিটরিং করতে পারবে এবং সব তথ্য মোবাইল ফোন বা কম্পিউটারে পাঠিয়ে দেবে। এই পোশাক তৈরিতে পেটেন্ট করা বায়োসেনর টেক্সটাইল ব্যবহার করা হয়েছে, যা প্রয়োজনে ধোয়াও যাবে। এই পোশাকে থাকছে রিচার্জেবল ওয়্যারলেস ট্রানসিভার। এই ট্রানসিভার পোশাকের নিচে রাখা থাকে। বাবা-মা তাদের মোবাইলে বা কম্পিউটারে শিশুর হার্ট রেট, মানসিক অবস্থা ও আচরণের আইকনও দেখা যাবে। আগামী বছরই শিশুদের এই পোশাক নীল বা গোলাপি রঙে বাজারে আসবে বলে জানিয়েছে এক্সমোভার হোল্ডিংস।

নিজের ফিতা নিজেই বাঁধবে জুতা

সম্প্রতি স্পোর্টসওয়্যার ব্র্যান্ড নাইকি এমন এক জুতা প্যাটেন্ট করিয়েছে যেটি নিজের ফিতা নিজেই বাঁধতে পারবে। জানা গেছে, টেনে আটকে দেয়া যায় এমন জুতার মতোই এই জুতা নিজ থেকে ফিতা আটতে দিতে পারবে। এই জুতায় রয়েছে এক ধরনের চার্জিং ব্যবস্থা। এ ছাড়াও আলোর ব্যবস্থাও- আছে এতে। এই দুটির সমন্বয়ে নিজ থেকেই ফিতা বাঁধার কাজটি করে ফেলবে নাইকির এই জুতা। জানা গেছে, এই জুতা ছোট-বড় সবার জন্যই তৈরি করবে প্রতিষ্ঠানটি। খবর এনগ্যাজেটের।

১০ লাখ ডলারের জাল নোট

দুবাইয়ে একটি ব্যাংকের মধ্যে এক মহিলাকে এক মিলিয়ন ডলারের দু'টি সুভেনির নোটকে আসল নোট হিসেবে গছিয়ে দেয়ার চেষ্টার অভিযোগে সংযুক্ত আরব আমিরাতের পুলিশ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে। আইভরি কোস্টের নাগরিক ওই লোক নোট দু'টির বিনিময়ে ৩০ শতাংশ পর্যন্ড় ছাড় দিতে চেয়েছিলেন। নোট দু'টির এক দিকে প্রথম মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটনের ছবি ছিল। লোকটি জানায়, এই নোট যে বিনিময় করা যায় না, তা সে জানত না। আমিরাতে প্রায়ই জাল মার্কিন ডলারের হদিস পাওয়া যায়।

একাকিত্ব ঘোচাতে ভাড়াটে বন্ধু

একাকিত্বে ভুগছেন? কথা বলার জন্য, সঙ্গ দেয়ার জন্য একজন বন্ধু দরকার? তা হলে এখনই ভাড়া নিয়ে ফেলুন আপনার পছন্দসই একজন বন্ধু। আর খরচ? ঘণ্টায় মাত্র ৬.৫০ পাউন্ড। এর সম্পূর্ণ অবদান যুক্তরাষ্ট্রের এক ইন্টারনেট উদ্যোক্তার। বন্ধু ভাড়া দেয়ার ওয়েবসাইটভিত্তিক সেবাটি তিনিই খুলেছেন। এই উদ্যোক্তা হলেন স্কট রোসেনবাউম (৩০)। তার আছে ২ লাখ ১৮ হাজার নারী-পুরুষের সমৃদ্ধ একটি ডাটাবেস। এরা সবাই তার ওয়েবসাইটে তালিকাভুক্ত ভাড়াটে বন্ধু! 'রেন্ট আ ফ্রেন্ড' নামের ওয়েবসাইটটি থেকে এদের যে কাউকে আপনি বেছে নিতে পারেন 'ঘুরার সঙ্গী হওয়ার জন্য', 'সিনেমা বা রেস্তোরাঁয় যাওয়ার জন্য' অথবা 'অপরিচিত একটি শহর ঘুরিয়ে দেখানোর জন্য'। স্কটের জন্য গর্বের বিষয়, ইতিমধ্যেই দুই হাজার ভোক্তা তার ওয়েবসাইটের সদস্য হয়েছেন। ওয়েবসাইটটির সেবার জন্য এরা প্রত্যেককেই মাসে ১৬ পাউন্ড করে চাঁদা দিতে হয়। আর তালিকাভুক্তদের মধ্য থেকে কাউকে পছন্দ হলেই তাকে ঘণ্টায় সর্বনিম্ন ৬.৫০ পাউন্ডের বিনিময়ে ভাড়া নিতে পারেন। রোসেনবাউম বলেন, তিনি প্রচলিত ভালোবাসা বা ডেটিং ওয়েবসাইটগুলো থেকে 'এক ধাপ পেছনে' গিয়ে ভিন্ন একটি সেবা শুরু করতে চেয়েছিলেন। তার ভাষায় এ ওয়েবসাইটটি 'কঠোরভাবে নিষ্কাম বন্ধুত্ব' সেবা দিয়ে থাকে।

ফ্লোরিয়ান ঃ রোমাঞ্চের নেশাতেই পথচলা

জার্মান তরুণ ফ্লোরিয়ান ভিটুলস্কি। মাত্র ২৩ বছর বয়সেই রোমাঞ্চকর অভিযানের ঝুলি অনেক ভারী করে তুলেছেন তিনি। সংঘাত-প্রবণ বিভিন্ন এলাকায় গিয়েছেন। তুলেছেন তার চিত্র। নাগরিক সাংবাদিকতার উদাহরণ হিসেবে ধরা হয় ফ্লোরিয়ানের কাজকে। ব্যাংককে গুলি খেয়েছিলেন, বেঁচে উঠেছেন। দেখে এসেছেন তেহরানের জেল। পরিদর্শনে নয়, কয়েদি হিসেবে। আফগানিস্তানে সেই সুদূরে আদিবাসী পল্লীতেও জমিয়ে বসেছিলেন তিনি। আমাদের এই তিনির বয়স মাত্র ২৩, কিন্তু এরই মধ্যে প্রচারের আলোয়। নাগরিক সাংবাদিকের সংজ্ঞা চাইলে ফ্লোরিয়ান ভিটুলস্কিকে দেখিয়ে দিলেই হয়। টুইটার-ফেসবুকের কল্যাণে এই জার্মান তরুণ এখন এতটাই পরিচিত। ভাইটর ডটকম- এটাই ফ্লোরিয়ানের ব্লগ। সেখানে ঢুকলেই দেখবেন ফ্লোরিয়ান কি করছেন, কি করবেন। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তার এই পথচলা অনেককে শিহরিত করে। গত বছরের কথা শোনাচ্ছিলেন ফ্লোরিয়ান। ঘটনাস্থল তেহরান। বিক্ষোভ চলছে, সরকারবিরোধী বিক্ষোভ। ফ্লোরিয়ান গিয়েছিলেন অবশ্য ইরানের সাংস্কৃতিক আন্দোলন নিয়ে খোঁজ-খবর নিতে। বিক্ষোভ এড়াতেই চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু বিধিবাম, রোমাঞ্চ যার নেশা, তা কি তাকে ছাড়ে? ট্যাক্সিচালক পথ ভুল করে গাড়ি সোজা চালিয়ে দিল সেই রাস্তায়, যেখানে বিক্ষোভ চলছে। ফ্লোরিয়ান বললেন, হঠাৎ ঘিরে ধরল অস্ত্রধারী-রা। জানালা ভেঙে হাত ঢুকিয়ে হাত থেকে ক্যামেরা কেড়ে নিল। গুঁড়িয়ে দিল তা। জানলাম, তারা ইরানের সিক্রেট পুলিশ। ধরে নিয়ে গেল তাদের দফতরে। ইরানে দুই দিন আটকা ছিলেন ফ্লোরিয়ান। বললেন, তারা আমাকে গুপ্তচর বলে সন্দেহ করছিল। প্রতি ঘণ্টায় জেরা করত। ঘুমাতেই দিত না। তবে আমার আইফোনটি তারা নেয়নি। নেড়েচেড়ে দেখেছে, ভেবেছে এটা এমপি-থ্রি প্লেয়ার।

শিশুটি অবশেষে ধূমপান ছাড়ল

আলদি রিজাল নামের শিশুটির বয়স মাত্র দুই বছর। এই বয়সেই প্রতিদিন দুই প্যাকেট করে সিগারেট লাগত তার। গত মে মাসে তার ধূমপানের খবরটি ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়লে হইচইয়ের সৃষ্টি হয়। এই অভ্যাস থেকে ফেরাতে তার পিতামাতা অনেক চেষ্টা করেছেন কিন্তু কাজ হয়নি। অবশেষে মনস্তত্ত্ববিদ সেতু মুলিয়াদি শিশুটিকে তার নিজের বাড়িতে নিয়ে চিকিৎসা দিতে থাকেন। খুব বেশি দিন লাগেনি। শিশুটি সিগারেট টানার অভ্যাস বর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। সেতু গতকাল জানান, ইন্দোনেশিয়ার দক্ষিণ সুমাত্রার ওই জেলে গ্রামটির সবাই ধূমপান করায় শিশুটিও তাতে আসক্ত হয়ে পড়ে। তাকে যখন সেই পরিবেশ থেকে বের করে খেলা, ড্রয়িংসহ বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত রাখা হলো তখন সে ধূমপানের কথা ভুলে গেল। শিশুটির আত্মীয়স্বজন জানায়, আলদির যখন ১৮ মাস বয়স তখন তার পিতাই তাকে প্রথম সিগারেট খেতে দিয়েছিল।

ল্যাংড়া আম দিয়ে মদ!

ল্যাংড়া আমের কথা শুনলে কার না জিভে পানি আসে। কিন্তু এবার এই সুস্বাদু আম থেকে তৈরি হলো মদ। ভারতের বিজ্ঞানীদের কাজ এটা। তবে শুধু ল্যাংড়াই নয়, উত্তর প্রদেশের আরো দুটি আমের জাত-দুসেরি ও চুসা থেকেও মদ তৈরি করেছেন তারা। উত্তর প্রদেশের সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অব সাবট্রপিকাল হর্টিকালচার রিসার্চ-এ কাজ করেন এই বিজ্ঞানীরা। এই দলের প্রধান নিলিমা গার্গ বললেন, পশ্চিমা বিশ্বের আছে আঙুরের সমাহার। তাই তারা সেটা দিয়েই মদ তৈরি করে। কিন্তু আমাদের আছে হাজার জাতের আম। তাই আমরা আম দিয়েই মদ বানানোর চেষ্টা করেছি। আশা করছি, ভবিষ্যতে আমের মদ আঙুরের মদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারবে। একেক আমের স্বাদ একেক ধরনের হওয়ার কারণে মদগুলোর স্বাদও একেক রকমের। তবে আমের মদে অ্যালকোহলের পরিমাণ ৮-৯ শতাংশ। যেখানে আঙুরের মদে অ্যালকোহলের পরিমাণ হয় সাধারণত ১০-১৫ শতাংশ। এদিকে জানা গেছে, পশ্চিম ভারতের দাপোলি বিশ্ববিদ্যালয়ের মানিশ কাস্তুর কাজুবাদাম আর কালো জাম থেকে মদ তৈরি করেছেন। আর এসব আবিষ্কারের পেটেন্টের জন্য তিনি আবেদন করছেন। মানিশ বলেন, আঙুরের মদের চেয়ে এসব মদ বেশি স্বাস্থ্যকর।